উইন্ডোজ ১০-এর ফ্রি সিকিউরিটি অপশন

লুৎফুন্নেছা রহমান

ভাইরাস এবং অন্যান্য ম্যালওয়্যার সচরাচর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসকে স্লো করে দেয় এবং পিসির সিপিইউর ব্যবহার বেড়ে যায় যখন যুগপৎভাবে ইন্টেগ্র্যাল ফাইল এবং ডেস্কটপ অ্যাপিয়ারেন্স মডিফাই হয়। ভাইরাস শনাক্ত এবং নির্মুল করা অনেক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিকই, তবে আসন্ন অনধিকার প্রবেশ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহারকারীরা বেছে নিতে পারেন অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার। হয়তো পছন্দ করতে পারেন একটি সাধারণ ইউটিলিটি, যেমন– উইন্ডোজ ডিফেন্ডার বা অন্য কোনো থার্ডপার্টি সফটওয়্যার।

স্যুট বেসিক ও অ্যাডভান্সড

বেশিরভাগ সিকিউরিটি ভেন্ডর অফার করে থাকে ন্যূনতম লেভেলের সিকিউরিটি পণ্য, যেমন– একটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন অ্যান্টিভাইরাস ইউটিলিটি, একটি অ্যান্ট্রিলেভেল সিকিউরিটি স্যুট এবং বাড়তি ফিচারসহ একটি অ্যাডভ্যান্সড স্যুট। বেশিরভাগ অ্যান্ট্রিলেভেল স্যুটে সম্পৃক্ত থাকে অ্যান্টিভাইরাস, ফায়ারওয়াল, সিকিউরিটি স্যুট, অ্যান্টিস্প্যাম, প্যারেন্টাল কন্ট্রোল এবং কিছু বাড়তি প্রাইভেসি প্রটেকশন। অ্যাডভান্সড 'মেগা-স্যুট' বিশেষভাবে যুক্ত করে ব্যাকআপ কম্পোনেন্ট এবং সিস্টেম টিউনআপ ইউটিলিটি গঠনের মতো কিছু। সিকিউরিটির জন্য অতিরিক্ত কিছু সুবিধাসহ পাসওয়ার্ড ম্যানেজারও যুক্ত করে।

কোর অ্যান্টিভাইরাস প্রটেকশন

অ্যান্টিভাইরাস হলো সিকিউরিটি স্যুটের প্রধান অংশ বা হৃৎপিণ্ড। অ্যান্টিভাইরাস কম্পোনেন্ট ছাড়া কোনো সিকিউরিটি স্যুট হতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আপনি এমন সিকিউরিটি স্যুট বেছে নেবেন, যার অ্যান্টিভাইরাসটি খুবই কার্যকর। এ লেখায় মূলত উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে সেরা কয়েকটি ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

০১. অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ২০১৬ (উইন্ডোজ) : অ্যাভাস্টের সর্বাধুনিক অ্যান্টিভাইরাস স্যুটটি এক চমৎকার প্যাকেজসংবলিত। বর্তমানে বিশ্বে ২৩ কোটিরও বেশি কনজ্যুমার এই অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস টুলটি ব্যবহার করছে। এ টুলটি স্বাভাবিক ভাইরাস এবং ম্যালওয়্যার প্রটেকশনের পাশাপাশি অ্যান্টিরুটকিট এবং অ্যান্টিস্পাইওয়্যার ক্ষমতাসম্পন্ন। এ টুলের সাথে সমন্বিত রয়েছে একটি কাস্টোমাইজযোগ্য অপশন। আপনি ইনস্টলেশনের সময় এক অপারেশন থেকে আরেক অপারেশনে পরিবর্তন তথা টোগাল করতে পারেন। এর সাথে আরও যেসব সুবিধা পাবেন তা হলো– অ্যাভাস্ট মোবাইল সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাসের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়িড ডিভাইসকে রক্ষা করার জন্য অপশন পাবেন। অ্যাভাস্ট ২০১৬ ভার্সনে বাড়তি কিছু সিকিউরিটি ফিচার যুক্ত হওয়ায় ব্যবহারকারীরা এ প্রোগ্রাম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপদ বোধ করবেন।

বেসিক প্রটেকশনের ক্ষেত্রে অ্যাভাস্ট ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস ২০১৬ অন্যতম এক সেরা প্রোগ্রাম। এর রয়েছে মাল্টিপল স্ক্যান সুবিধা, যেমন– সিডিউল স্ক্যান, ফাস্ট স্ক্যান, ফোল্ডার স্পেসিফিক এবং রুটকিট স্পেসিফিক স্ক্যান। এর ফুল সিস্টেম স্ক্যান ফিচার দেয় কোন ধরনের ভাইরাস হুমকির কারণ হয়েছে, তা নিরূপণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা। অ্যাভাস্টের নতুন ভার্সন ২০১৬-এর নেটওয়ার্ক এবং রাউটার স্ক্যান ফিচার নেটওয়ার্কসংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ইস্যু এবং ভলনিয়ারেবিলিটি স্ক্যান আপনাকে জানাবে আপনার পিসি কতটুকু সিকিউর বা নিরাপদ। এ টুল চমৎকারভাবে ম্যালওয়্যারও ব্লক করে। এ প্রোগ্রাম ওপেন করে একটি ছোট ডায়ালগ বক্স, যা কনজ্যুমারকে সতর্ক করে থাকে সম্ভাব্য ব্রাউজিং হুমকি থেকে।

০২. এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১৬ (উইন্ডোজ) : যদিও এক সময় এভিজির প্রাইভেসি পলিসির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ ছিল। তারপরও এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১৬ টুলটি ব্যবহারকারীর কমপিউটারকে সিকিউরিটিসংশ্লিষ্ট সব ধরনের হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য অন্যতম এক সেরা অপশন। এভি-কমপেরেটিভের পরিচালিত স্বতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্কোরে দেখা গেছে, এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১৬-এর অ্যান্টিভাইরস ইফেসিয়েন্সির সর্বোচ্চ রেটিং Advanced+।

এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১৬-এর সাথে সমন্বিত থাকে সব ফিচার এবং স্ক্যানের ধরন। স্ক্যান সিডিউল, ফাস্ট স্ক্যান, ফোল্ডার স্পেসিফিক এবং রুটকিট স্পেসিফিক স্ক্যান এবং ফুল সিস্টেম স্ক্যান ফিচার আপনাকে সুযোগ দেবে যেকোনো ধরনের ভাইরাস হুমকি চিহ্নিতকরণ ও সমূলে উৎপাটনে নমনীয়তা। এর ম্যালওয়্যার ব্লকিং ফিচারটি চমৎকার কাজ করলেও বিস্ময়করভাবে প্রোগ্রামটি সম্ভাব্য ব্রাউজিং ঝুঁকিসংশ্লিষ্ট সতর্ক বার্তাসহ একটি ছোট ডায়ালগ বক্স ওপেন করে। এটি ওয়েব ব্রাউজারে অভ্যন্তরস্থ ওয়েবসাইট ব্লক করার তুলনায় কম পপআপ করে।

ইন্টারনেটে আপনার পিসির সুরক্ষায় এভিজি অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি ২০১৬ এক চমৎকার পছন্দ। বেশিরভাগ ওয়েব ব্রাউজার বাই ডিফল্ট যেভাবে কাজ করে থাকে, তার তুলনায় এর অ্যান্টিফিশিং ক্ষমতা অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত এবং এর সাথে সমন্বিত রয়েছে ব্রাউজার ক্লিনার ফিচার, যা আপনার ব্রাউজার সেটিং মুছে পরিষ্কার করে ফেলে এক ক্লিকে। আপনার ব্রাউজিং অ্যাক্টিভিটিকে যাতে কেউ ট্র্যাক করতে না পারে, সেজন্য এভিজিকে সেট করতে পারেন।

এভিজির কিছু ইউনিক ফিচারসহ রয়েছে আইডেন্টিটি প্রটেকশন, পিসি অ্যানালাইজার এবং একটি ফাইল শ্রেডার, যা ফাইল ওভাররাইট করে ট্র্যাস ফোল্ডারে সেন্ড করার আগে। এভাবেই অরিজিনাল ফাইলকে রিস্টোর হওয়া থেকে প্রতিহত করে থাকে।

০৩. পান্ডা ক্লাউড অ্যান্টিভাইরাস ২০১৬ (উইন্ডোজ) : দুটি জিনিস পান্ডা ক্লাউড অ্যান্টিভাইরাসকে এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে আলাদা করেছে। প্রথমত নামে, যেমন– নামের সাথে রয়েছে ক্লাউড। প্রোগ্রামটি প্রাথমিকভাবে ক্লাউড কমপিউটিংয়ে ব্যবহার হয়। এর মানে হচ্ছে রিমোট সার্ভার স্ক্যানিংয়ের বোঝা বহন করে এবং অ্যান্টিভাইরাস ও অ্যান্টিস্পাইওয়্যারের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। দ্বিতীয়ত এর সিকিউরিটি লেবেল। বেশিরভাগ প্রিমিয়াম সফটওয়্যারের তুলনায় পান্ডা ক্লাউড পারফরম করে থাকে প্রায় একই ধরনের কাজ।

এ সফটওয়্যারটি তুলনামূলকভাবে হালকা ধরনের হওয়ায় এর জন্য তেমন রিসোর্সের প্রয়োজন হয় না এবং লোকাল ক্যাশে প্রবাহিত হয় যখন নেটওয়ার্ক অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সুনির্দিষ্ট ফোল্ডার এবং ফাইলকে আলাদা করার জন্য এ টুল ইউআরএল এবং ওয়েব ফিল্টারিংসহ অপটিমাইজ ও কাস্টোম স্ক্যানিংয়ের একটি অপশনও প্রদান করে। উপরন্তু সফটওয়্যার ফিচার অটোমেটিক ইউএসবি ভ্যাকসিনেশনকে ডিজাইন করা হয়েছে পোর্টেবল স্টোরেজ ডিভাইসকে সম্ভাব্য ক্ষতিকর ফাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতাসম্পন্ন করাসহ ভাইরাস আক্রান্ত পিসিকে বুট করার জন্য একটি ইউএসবি রেসকিউ ড্রাইভ তৈরি করার সক্ষমতায় সহায়তা করার জন্য।

পান্ডা ক্লাউড অ্যান্টিভাইরাস ২০১৬-এর শনাক্তকরণ রেট এবং টপ-নচ রুটকিট ব্লকিং ফিচার মোটামুটি আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এ টুলটি তেমন দক্ষ নয় আক্রান্ত সিস্টেম থেকে ম্যালওয়্যার সমূলে উৎপাটন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অফলাইন ব্যবহারের সময়। এর অ্যান্টিফিশিং ক্যাপাবিলিটিস যেমন ওয়েব ব্রাউজারের জন্য ফিল্ট ইন্টারেট এক্সপ্লোরার এবং ক্রোমসহ অন্যান্য প্রোগ্রামকে ধীর করে দেয়।

পান্ডা ক্লাউড অ্যান্টিভাইরাস ২০১৬-এর ল্যাব টেস্টে শীর্ষে অবস্থান করছে। এ টুলে সম্পৃক্ত রয়েছে কিছু বাড়তি ফিচার, যেমন– প্রসেস মনিটর।

০৪. বিটডিফেন্ডার অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি এডিশন (উইন্ডোজ) : আমাদের সংগ্রহে থাকা অসংখ্য সফটওয়্যারের কাস্টোমাইজেবল মেনু এবং স্ক্যান অপশন ফিচারের মাঝে বিটডিফেন্ডার অ্যান্টিভাইরাস ফ্রি এডিশন ডিজাইনে মিনিমালিস্ট হওয়ায় এর মেইনটেন্যান্স ঝামেলাও অনেক কম। যদিও অ্যাপ্লিকেশন ফিচারে কোনো ধরনের কনফিগারেশন নেই। এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লাউডভিত্তিক ডিটেকশন সুবিধা ব্যবহার করে আপনার মেশিনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যান করবে। পরবর্তী সময়ে পারফরম করবে আরও গভীরের স্ক্যান যদি কোনো ম্যালিশাস সফটওয়্যার বা রেড ফ্ল্যাগের সম্মুখীন হয়। বান্ডেল করা রিয়েল-টাইম ভাইরাস শিল্ড ব্লক করে ম্যালিশাস ইউআরএল

(বাকি অংশ ৭০ পৃষ্ঠায়)